R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার (সুপার পেট্রল) পেট্রল, টারবোজেট (সুপার ডিজেল) ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H. P. Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১লা আশ্বিন, বুধবার, ১৪১৪ সাল। ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৭ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

পরোক্ষভাবে সমাজবিরোধীদের মদত যোগালেও আমলাদের কিছুই হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের দফরপুর গ্রামের 'রাণীর বাগান' এ ৩৩টি আম গাছ ও ৩টি কাঁঠালের গাছ ছিল। প্রায় কুড়ি বছর আগে সরকার বাগানটি অধিগ্রহণ করে। এর পর থেকে প্রত্যেক বছর ফল বিক্রী বাবদ ৭০-৮০ হাজার টাকা সরকারী দপ্তরে জমা পড়তো। হঠাৎ ঐ বাগানের বড় বড় আম কাঁঠালের গাছগুলো সম্প্রতি দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে হুকিং করে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি দিয়ে কেটে নিলো। গ্রামের মানুষ ও পঞ্চায়েত থেকে এই খবর রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বি, এল, আর, ও ; এস, ডি, এল, আর, ও, লোকাল থানা প্রত্যেককে লিখিতভাবে জানায়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে গাছ কাটা অব্যাহত থাকে। কোন দপ্তরেই এ নিয়ে কোন হেলদোল দেখা গেল না। দিনের পর দিন সরকারী সম্পত্তি নয়ছয় হতে থাকলো। এদিকে বি, এল, আর, ও দু' দিনের ছুটির নামে আট দিন অফিসে অনুপস্থিত থাকলেন, এস, ডি, এল, আর, ও তাঁর দপ্তরের রেভিনিউ অফিসারকে দিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানায় এফ, আই, আর করে নিজের দায়িত্ব শেষ করলেন। আর থানার আই, সি সব অভিযোগ পেয়েও ঘটনাস্থলে না গিয়ে পরোক্ষে সমাজবিরোধীদের মদত যোগাতে লাগলেন। আমলাদের ষড়যন্ত্রে এইভাবে সরকারী সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল। শেষে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে বি, এল, আর, ও লোক দেখানি ঘটনাস্থলে সরজমিন তদন্ত করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের চাপে কয়েকজনের নামে থানায় অভিযোগ করলেন। তার ভিত্তিতে আই সি সাহেব ১ জনকে ধরে নিয়ে এলেন বীরদর্পে। মাল কি সীজ করলেন তা না জানাই ভালো। আমলারা নগ্নভাবে সমাজবিরোধীদের মদত যোগালেও তাদের বিরুদ্ধে কোন তদন্ত হলো না। শেষ খবরে জানা যায়—পুলিশ ও প্রশাসনের মদতে সমাজবিরোধীরা কাটা গাছের গুড়িগুলো তোলার কাজ বর্তমানে শুরু হয়েছে।

অনিয়মের অভিযোগে রেশন ডিলারের দোকান বয়কট

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩—৯ সেপ্টেম্বর সপ্তাহ থেকে সামসেরগঞ্জ থানার ভাসাই পাইকড় গ্রামের মানুষ ওখানকার রেশন ডিলার আবদুল কাইউমের দোকান বয়কট করে বিক্ষোভ দেখান। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—গত ১৯৯৭ সাল থেকে বিপিএলের চাল, গম ও চিনি এবং এ পি এলের মালপত্র দেননি। ঐ সময় তৈরী বিপিএল তালিকার অধিকাংশ প্রাপকই জানেন না কারা এর দাবীদার।

রবীন্দ্র মুক্ত বিশ্ব বিদ্যালয় আবার মুনিরিয়া মাদ্রাসায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : চলতি সেসনে জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা থেকে হঠাৎ রবীন্দ্র মুক্ত বিশ্ব বিদ্যালয় উঠে গিয়ে জয়রামপুর মন্ডলপাড়ায় কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাকাডেমিতে চালু হয়। এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে দুই কাউন্সিলার মোজাহারুল ইসলাম ও সেলিম সেখকে নিয়ে নতুন কমিটিও তৈরী হয়। সেখানে মদত যোগান মুনিরিয়ার প্রধান শিক্ষক আনেসুর রহমান। এই নিয়ে মাদ্রাস্যয় ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী রেজাউর রহমান সরাসার এর বিরোধীতা করেন এবং কলকাতার বিকাশ ভবনে রবীন্দ্র মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে লিখিত অভিযোগ আনেন। তার ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ সরজমিন তদন্ত করেন। এদিকে নয়া কমিটি প্রায় ২০০০ ভর্তির আবেদনপত্র দাপিয়ে ৫-০০ দামে ১৭০০ মতো বিক্রী করে এবং নিয়ম বিরুদ্ধভাবে পয়সা নিয়ে ১৮ বছর থেকে ২০ বছরের বহু পড়ুয়াকে ভর্তির সুযোগ দেয় নয়া কমিটি। তাদের এই অসাধুতা ও দুর্নীতির কারণে রবীন্দ্র মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো পরিকাঠামো বিকাশ ভবনের নির্দেশে আবার মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসায় উঠে আসে। বর্তমানে সেখানেই ২৫০ জন পড়ুয়া পাঠ নিচ্ছেন।

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা আশ্বিন বুধবার, ১৪১৪ সাল।

॥ ঘেরাও অতঃপর ॥

এ রাজ্যের মানুষের কাছে বন্‌ধ্‌ শব্দটির বিশেষ কোন অসদ্ভাব নাই। কারণ তাহা কারণে অকারণে যেমন আহূত হয় তেমনি পালিত হয়। বন্‌ধ্‌ ডাকা নাকি সংগ্রামী মানুষের একটি রাজনৈতিক অধিকার। যে কোন রাজনৈতিক দল তাহাদের না-পসন্দ মত বা মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া থাকে হামেশায় বন্‌ধ্‌ ডাকিয়া। শব্দটি ওজনদারী কারণ ইহা প্রতিবাদের বলিষ্ঠ হাতিয়ার। এ রাজ্যের মানুষের নিকট ইহা গা সহা ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক দাদাদের কাছে ইহা এক প্রকার খেলা। বারো ঘন্টা বা চব্বিশ ঘন্টা বন্‌ধ্‌ ডাকিয়া সময়ান্তে পক্ষ বিপক্ষ দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে চলে চাপান উতোর। কেহ বলে—সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত সফল আবার অন্য কন্ঠে ধ্বনিত হইতে শোনা যায়—এ রাজ্যের মানুষের উপর আহূত বন্‌ধ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আর সাধারণ মানুষ কী ভাবেন বা বলেন? তাহারা মনে করেন—এই খেলায় আর যাহাই হউক একদিনের ছুটি তো মিলিল। প্রকাশ্য রাজপথ হইয়া উঠে বালখিল্য ক্রীড়ামোদীদের ব্যাটবলের পিচ্‌। দুম্‌ করিয়া বন্‌ধ্‌ ডাকিলে পথে চাক্কা জ্যাম হইয়া পড়ে। যাহারা অসুস্থ তাহারা সমূহ বিপদে পড়েন। দোকানপাট বন্ধ থাকিলে সাধারণ মানুষের নানা অসুবিধা হয় বৈ কি। ব্যবসা-ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতির পরিমাণ কম হয় না।

বন্‌ধের মতো অপর এক স্পর্শকাতর বিষয় হইতেছে ঘেরাও। প্রতিবাদের এই হাতিয়ার নাকি চালু করিয়াছিলেন ষাটের দশকে তদানীন্তন একজন মাননীয় মন্ত্রী এবং তাহা ভীষণভাবে প্রশ্রিত হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলন নানা সময়ে নানা নামে অভিধা লইয়া এই রাজ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। কখনও ধর্মঘট, কখনো বন্‌ধ, কখনও হরতাল আবার কখনো ঘেরাও। প্রতিবাদীরা আবার কখনো রাস্তা রোকো আন্দোলন মাঝে মাঝে তাহাদের দাবী বা প্রতিবাদের ভিত্তিতে করিয়া থাকে। তবে ইহাদের মধ্যে ঘেরাও ব্যাপারটা অমানুষিক। প্রায়ই শোনা যায় থানা ঘেরাও, বিডিও অফিস ঘেরাও, স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা ঘেরাও, কলেজের অধ্যক্ষ ঘেরাও। নানা জনের নানা বায়না, বাহানা, বায়নাক্কা। সমস্যাজর্জর মানুষের নিত্যকার জীবনে নানা সমস্যা থাকিতেই পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ঘেরাও করিয়া রাখিয়া তাহার সমাধান কি সুষ্ঠুভাবে হয়? যিনি ঘেরাও এর শিকার হন তিনিও তো এই সমাজেরই মানুষ। তাহার উপর অকথ্য মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, যাহার পরিণতিতে তাহার জীবনাবসানও ঘটিয়া যাওয়া সম্ভব।

চৈতন্য থেকে বুদ্ধদেব—গণতন্ত্র থেকে বুর্জোয়া

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুমির অধিকার যিনি নিজের করতলগত করে রাখেন তাকে ভুপতি বলা হতো। শুধুমাত্র ভুমির অধিকার নয়, ভুখন্ডের অধিবাসীদের ওপর নিজের আধিপত্য বজায় রাখতেন তাঁরা। এটা ছিল মধ্যযুগের কথা। তখনই বাংলায় জন্ম-গ্রহণ করেন চৈতন্যদেব। তিনি এই ভুপতিদের অধীনতা স্বীকার না করে আপামর জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে শিক্ষা দিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লব করেছিলেন "নাম সংকীর্তন"—সাম্যের গান। "অমৃতের পুত্ররা" সবাই একই অধিকারভুক্ত। এটা প্রমাণ করতে খোল করতালকে হাতিয়ার করে নাম সংকীর্তনকে মন্ত্র বা স্লোগান করে সর্বপ্রকারের আধাসামন্ততান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। জাত, পাত, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য বর্জন করে মানুষের ভেদ-বুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধিকে অবশ করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। শূদ্র থেকে মৌলবী প্রত্যেকেই দলে দলে চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন। এদিক থেকে তিনি প্রথম গণতান্ত্রিক নেতা। মানুষের 'আত্মসাম্যের' কথা প্রচার করেছিলেন। তাঁর নামসংকীর্তনের ঢেউ গৌড় জনপথ থেকে উত্তরাপথ ও দক্ষিণা-পথ ব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত বঙ্গদেশে 'নাম সাম্যের' বান ডেকেছিল। উৎকন্ঠিত হোসেন শাহ গদি টিকাতে ফরমান জারি করেছিলেন। তাতেও নিস্তার পাননি। বাধ্য হয়ে চৈতন্যদেবের প্রাণে হাত দিতে চেষ্টা করেছিলেন। পন্ডিত গোপনে বনপথে নীলাচলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারো কোনো ক্ষতি না করে, কোন আধিপত্য, ভোগলালসা চরিতার্থ না করে মানুষের ভালো করার জন্য সর্বত্যাগীকে দেশত্যাগী হতে হয়েছিল। শুধু তাই নয় সত্যব্রতী হওয়ার দরুণ উৎকলেও নানা কষ্ট, নানা অত্যাচার ও ব্রাহ্মণ্য ভুপতিতুল্য পান্ডাদের প্রভাব খর্ব হওয়ায় তাঁকে নীলাচলে সমাহিত হতে হয় বলে চৈতন্যচরিতামৃতে ধর্মীয় ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আসলে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষের জন্য সক্রেটিসের মতো পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল বলে আমার ধারণা। Right to the information, জানতে চাওয়া সেযুগেও অন্যায় ছিল। এরও বহু আগে বুদ্ধদেব এসেছিলেন। তিনিও রাজ-কোপানলে পড়ে জেরবার হয়েছিলেন। কিন্তু রাজ সাহচর্য থাকায় তাঁর অকাল প্রয়াণ হতে দেয়নি। তথাপি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণে বাধা হয়েছিল রাজাজ্ঞা। পুজারিণী নাটকে রূপকের মাধ্যমে বহু সত্য প্রকাশিত। গণতন্ত্রের পুজারীদের সঙ্গে রাজশক্তি তথা বুর্জোয়াদের লড়াই ছিল অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, সত্য জাগানোর বিপক্ষেও চাপা দেওয়ার লড়াই; এবং মানুষের সহজাত অধিকার রক্ষার লড়াই।

এই লড়াই এখনও অব্যাহত ধারায় এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞান বলে ক্রম-বিকাশের লড়াই এবং পশ্চিমবঙ্গে এক সময় কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা বলত, "শ্রমিক শ্রেণীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই। সর্ব-হারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই। এই ধারণা দুটির উৎসমূলে হাত দিলে জনপথ দেখা যাবে শিল্প বিপ্লবের দুটি ফসল (ক) একটি বিজ্ঞানভিত্তিক বা শিল্প-ভিত্তিক সভ্যতা। অন্যটি হলসভ্যতার বিকাশ করতে গিয়ে নিকাশ হয়ে যাওয়া শ্রমিক মানুষগুলোর বেঁচে থাকার আধকারের লড়াই। এই ধারণা বহনকারী বাদটির নাম 'মার্কসবাদ'। এর মলাটের তলে লুকিয়ে আছে লড়াই এর দুটি হাতিয়ার। (ক) একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি—উৎপাদন ভোগের জন্য। (খ) উৎপাদন মুনাফার জন্য—পুঁজি বা লাভের জন্য। 'মার্কসবাদ'—বিভিন্ন পথে ও মতে পশ্চিম বাংলায় এসে মোটামুটি ঘাঁটি গাড়ল ১৯৭৭ এ। পাকা-পাকিভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে। সামনে অফুরন্ত লড়াই এর আকর। ৬০ এর দশকে এক ফসলী, দুফসলী জমির কম উৎপাদন, দেশভাগের কার্বাণেকেলস্বরূপ ২ কোটি শরণার্থী গায়ে গতরে প্রত্যহ বেড়ে চলছিল। সত্যিকারের 'সর্বহারাদের পেয়ে গেল জ্যোতিবাবুর সরকার। এরা শিকড় গাড়তে আঁকড়ে ধরল সি. পি. এমকে। সব পরিস্থিতিতে (৩য় পৃষ্ঠায়)

অধীরের মুক্তির দাবীতে গণবিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর মুক্তির দাবীতে গত ১৩ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানায় বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেসীরা। এক বিশাল মিছল শহর ঘুরে থানায় যায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রঘুনাথগঞ্জ-১ ও ২ ব্লক সভাপতি মুক্তিপ্রসাদ ধর, ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস প্রমুখ।

গণতন্ত্র থেকে বুর্জোয়া (২য় পৃষ্ঠার পর)

ভোট জেতা নিশ্চিত হয়ে গেল। এই মিডিলটার্ম ফ্যাকটাররা ধীরে ধীরে রাজনীতির ও অর্থনীতির সর্বত্র মাকড়সার জাল বিস্তার করল। দলের কলেবর বৃদ্ধি পেলো। ভোট বাড়ল, সরকার এলো, গণসঙ্গীত তৈরী হলো। ভেরী প্রমোটারী, ঠিকাদারী দখল, পাট্টা পশ্চিম বাংলার অর্থনীতিতে নতুন ট্রার্ম হিসাবে উঠে এলো। স্বার্থ থাকলেই দ্বন্দ্ব থাকবে। তাই হলো। সুভাষ—বুদ্ধদেব লড়াই হলো। সুভাষ জ্যোতিবাবুর লোক। বাধ্য হয়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীত্ব ছেড়ে কবিতা লিখতে বাধ্য হলেন। ঠান্ডা মাথার অনিল বিশ্বাস বুঝিয়ে ফেরালেন আবেগপ্রবণ, সৎ, ভদ্রলোক কবি বুদ্ধদেবকে। ব্যক্তি বুদ্ধদেবের সততা নিয়ে আমার কোন প্রশ্ন ছিল না—আজও নেই। ২০০৪ এ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর দলের ভিতরের চাপ, আগাছা, প্রমোটার, রাউডি, ভেরিওয়ালা ঠেকাতে শক্ত হাতে হাল ধরার চেষ্টা করলেন। আলিমুদ্দিন থেকে সহযোগিতা পেলেন। কিন্তু কার্বাঙ্কেল গোষ্ঠীর আমলারা জ্যোতিবাবুর সময় থেকে এক পা এগিয়ে লন্ডন, প্যারিস দেখেছেন। তাঁরা এ ট্রার্মে 'বিশ্বায়ন' ছাড়া আর কোন হোমটাস্ক করাতে রাজী হলেন না। সরল-সৎ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু গণতান্ত্রিক পথ ছেড়ে আমলাদের কথা শুনে আমলাতান্ত্রিক গর্তে পড়ে গেলেন বলে অভিজ্ঞ তাত্ত্বিকরা মনে করছেন। বনিকের মানদন্ড রাজদন্ডরূপে দেখা দেয় এটা উপলব্ধ সত্য। শিল্পপতি গোষ্ঠীরা তাদের পছন্দের ঘোড়া বুদ্ধদেববাবুর আমলাদের ঘাড়ে চাপালেন। নীলকরদের মতো চাষের জমি একরকম ছিনিয়ে নিয়ে শিল্পপতিদের হাতে দিতে গিয়ে নিরীহ, নিরপরাধ মানুষের রক্ত ঝরালো বামফ্রন্ট সরকার। দায়বদ্ধতা মুখ্যমন্ত্রীর—ফলে বিষের তীর তাঁর দিকে। মানুষ মেরে কি মানুষের ভাল হয়, না পুঁজির থলিতে মেহনতি মানুষের রক্তের দাগ লাগে এটা কালের নিয়ম। এদিক থেকে বিচার করলে সৎ, আদর্শপ্রাণ কবি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু গণতান্ত্রিক মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর রাজকাজের জন্য বুরোক্রেট বা টেকনোক্র্যাট মানুষদের পথে হাঁটা রাস্তায় তিনি এখন একা। এতে ক্ষতি হচ্ছে দলের, ক্ষতি হচ্ছে ইজিমের এবং ক্ষতি হচ্ছে মূল্যবোধের। কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপটে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর ইস্যু বাদ দিয়ে গড়পড়তা বিশ্বায়নের করালগ্রাসের ভবিষ্যত কথা ভাবলে একথা বলা যায় যে পশ্চিমবাংলার আগামী প্রজন্মের চাকরী খুঁজতে হায়দ্রাবাদ, বাঙ্গালোর যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। কারণ সম্পদই শেষ কথা বলে তা বারবার প্রমাণ হচ্ছে। তবে শিল্পায়নের পদ্ধতিতে অর্থের প্রয়োজন আছে, শ্রমিকের দরকার আছে, কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এমনকি জমিরও দরকার আছে। তাবলে কি গরীব, নিরন্ন, নিজের জমিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করা মানুষের রক্ত ঝরানোর প্রয়োজন আছে কি? তাহলে কি করে মুখ্যমন্ত্রী আগামী দিনের শিশুর হাত ধরে বলবেন—ফুল ফুটুক বা না ফুটুক পশ্চিমবাংলায় আজ বসন্ত এসেছে।

স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম-এর কন্‌ভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম-এর বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের জেলার পাঁচটি কেন্দ্র ছাড়াও নদীয়া, বীরভুম ও মালদা জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ছাত্র-হাসপাতাল তৈরীর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণের উদ্দেশ্যে রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবন মঞ্চে গত ৫ সেপ্টেম্বর এক গণ-কন্‌ভেনশনের আয়োজন হয়েছিল। আয়োজক স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম জঙ্গিপুর আঞ্চলিক শাখা। সংস্থার সম্পাদক শিশির মন্ডল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ছবি মজুমদার, এ. আই অফ স্কুল (এস. ই.) মুর্শিদাবাদ, এস. ডি. পি. ও. নির্মল ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

ধুলিয়ান পুর এলাকায় শৌচাগার প্রয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পুরসভা শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। অথচ এখানে পুরসভা পরিচালিত কোন শৌচাগার নাই। এর ফলে পথ চলতি বিশেষ করে মহিলারা পদে পদে অসুবিধা ভোগ করছেন। এখানে সদর রাস্তার ধারের বহু জায়গা জবরদখল হয়ে পড়ে আছে। একটু উদ্যোগ নিয়ে সদর রাস্তার ধারে কয়েকটা শৌচাগার নির্মাণ করে দিলে পুরসভারও আয় হয়, কয়েকজন বেকারও কাজ পান। এ ব্যাপারে ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারপার্সেন কি বলেন।

এডস সচেতনতায় সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এডস-র উপর সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ফরাক্কার এক সাহিত্য পত্রিকা এবং ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে চার তরুণ দিব্যেন্দু মজুমদার, সৌরভ মজুমদার, পরজ সেনগুপ্ত এবং সোমনাথ মুখার্জী সাইকেল র‍্যালিতে গত ৫ সেপ্টেম্বর ফরাক্কা কলেজ প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেন। ফরাক্কা ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সজলকুমার পন্ডিত, ফরাক্কা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ স্বপনকুমার সেন প্রমুখ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে সাইকেল র‍্যালির শুভ সূচনা করেন জঙ্গিপুরের প্রাক্তন সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান। পরদিন সকালে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট থেকে লালবাগের উদ্দেশ্যে তাদের দ্বিতীয় দিনের পরিক্রমা শুরু হয়। পথে তেঘরি খামড়া ভাবকি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তারা এডস-এর ভয়াবহতা নিয়ে সচেতন করেন। দিন সাতেকের মধ্যে তাদের জেলা পরিক্রমা সম্পূর্ণ হবে বলে জানা যায়।

ছিনতাই-এর দৌরাত্ম্যে পথচারী আতংকিত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পারে ব্রীজের শেষে মহম্মদপুর ঈদগাহার সামনে প্রায় রাতে ছিনতাই হচ্ছে। জনৈক মহসীন সেখ এই ছিনতাই-এর প্রধান হোতা বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। অন্যদিকে মহসীন পুলিশের হপ্তা আদায়কারীদের একজন হওয়ায় তার নাকি সাতখুন মাপ। গত ৬ সেপ্টেম্বর রাতে এক রিক্সাচালককে বাধা দিয়ে তার আরোহীকে রিক্সা থেকে নামানোর চেষ্টা করে এই মহসীন। ওদের চিৎকারে আশপাশের লোক ছুটে এলে মহসীন একটা ছুতো করে পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে কৃষ্ণনগরের এক কাপড় ব্যবসায়ী ভাগীরথী এক্সপ্রেস ধরার জন্য বরজ থেকে রিক্সায় বাসষ্ট্যান্ড যাবার পথে ছিনতাইকারীর হাতে প্রাণ হারান। খুনের দায়ে ধরা পড়ে মহসীনের বাবা।

কনে সাজানো

বিয়েতে কনে সাজানো, মেহেন্দী পরানো, তত্ত্ব সাজানো একমাত্র আমরাই করে থাকি।

শান্তি সাহা, রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরাপল্লী
মোবাইল ঃ ৯৪৭৪৭০৭৬৯৯

বামফ্রন্ট সরকারের

৩০ বছর

স্বনির্ভরতা ঘরে ঘরে
ফুটিয়েছে আনন্দের হাসি

এ রাজ্যের ৬ লক্ষ ৭২ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৬৭ লক্ষ সদস্যের ৯০ শতাংশই মহিলা। তাঁরা আজ তাঁদের পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জনজীবনে অগ্রগতির রূপকার

স্মারক নং ৬৯৫ (১৬)/তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ৬/৯/০৭

ট্রেন দেরীতে আসায় জঙ্গিপুর ষ্টেশনে বিক্ষোভ, জিআরপির হাতে তিনজন আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ সেপ্টেম্বর বেলা ১০-৩০ নাগাদ আজিমগঞ্জ—বারহারোয়া ট্রেনটি প্রায় ৪৫ মিনিট দেরীতে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে পেঁাছানোয় নিত্যযাত্রীরা ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। ঐ সময় একদল জি আর পি বিক্ষোভকারীদের ওপর এলোপাথারি লাঠি চালায়। জঙ্গিপুর হাই স্কুলের শিক্ষক সিদ্ধার্থ মুখার্জী, সুতীর সাদিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের জনৈক কর্মী ও আর এক নিত্যযাত্রী গুরুতর আহত হন। শিক্ষকের ওপর পুলিশের লাঠি চালানোর খবর পেয়ে জঙ্গিপুর স্কুলের ছাত্রের দল ষ্টেশনে হাজির হয়ে লাইন অবরোধ করে। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে আহত তিনজনকে আজিমগঞ্জ জংশনে জি আর পি লকআপে নিয়ে চলে যায়। জঙ্গিপুর স্কুল কর্তৃপক্ষ আজিমগঞ্জ গিয়ে জি আর পি দপ্তর থেকে ঐ দিন সন্ধ্যে নাগাদ ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

সবর্ণ / অসবর্ণ পাত্রী চাই

হোমিও ডাক্তার নরসুন্দর ৩৫+৫'৪", চেম্বার হোদরাপুর বাঁধে (সম্মতিনগর)। পাত্রী স্বয়ং সত্বর যোগাযোগ করতে পারেন। পাত্র ডাঃ নির্মল শর্মা, পিতা শশধর শর্মা, তাঁতিপাড়া, সাহেববাজার, পোঃ জঙ্গিপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ (৭৪২২১৩)

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় পন্ডিতের বাগানের পূর্বপার্শ্বে রাস্তার উপর ৩ কাঠা জমিতে ১৪ কামরার দ্বিতল বাড়ী বিক্রয়। দালাল নহে। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন।
মাধাইচন্দ্র দত্ত মোঃ ৯৪৩৩১৩৮৬৪৬

SBI Life
INSURANCE

SBI Life নিয়ে এল এক অভিনব বৃদ্ধি যোজনা + বীমা + 80 c tax ছাড়।
HORIZON (II) UNIT PLUS (II)
যোগাযোগ ঃ পলাশ চক্রবর্তী
মোঃ ৯৭৩২৫০৪৮৮৭

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি
এনেছে মহাপুজা, ঈদ ও দীপাবলীর
বিশেষ উপহার

- ☐ MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯% (৬ বছর)
- ☐ সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ৯·৫০%। এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০%
- ☐ ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে।
- ☐ NSC, KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ।
- ☐ গিফট্ চেক, (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- ☐ অল্প সুদে (মাত্র ৯·৫০% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরেজীবীরা তো বটেই— অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- ☐ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ মাত্র ৯% থেকে ১৩% মধ্যে। এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ ॥ দরবেশপাড়া

শ্রীনিমাইচন্দ্র সাহা, সম্পাদক
শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, সভাপতি

শারদীয় উৎসব অনুষ্ঠানে একটিই নাম—হলদিরাম

কল্পতরু
বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও ভুজিয়া সরবরাহকারক
রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়, মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ ৯২৩২৫৩৫৯৯৬ (দোকান) মোবাইল ঃ ৯৪৩৩৬১০৪৬২

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।